

34745 - নারীর জন্য অপর নারী বা মটোহরমে পুরুষের সামনে যা কিছু খোলা রাখা জায়যে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: বর্তমান যামানায় অনেকে নারী পুরুষ মানুষ না থাকলে মহিলাদের সামনে এত সংকীর্ণ পোশাক পরে থাকেন যে তাদের পিঠি ও পটেরে বড় একটা অংশ খোলা থাকে। আবার অনেকে ঘরে সন্তানদের সামনে একই ধরনের শর্ট পোশাক পরে থাকেন - এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করছেন:

সমস্ত প্রশংসা বশ্বিজাহানরে প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমাদের নবী মুহাম্মদরে প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।

ইসলামের প্রথম যুগের নারীগণ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে বরকতে পুতঃপবিত্রতা, লজ্জাশীলতা ও শালীনতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন। সে সময়ে নারীগণ পরিপূর্ণ শরীর আচ্ছাদনকারী পোশাক পরতেন। নারীদের সামনে অথবা মটোহরমে পুরুষের মধ্যে অবস্থানকালে তারা খোলামলো চলতেন বা অনাবৃত থাকতেন বলে জানা যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, এমনকি নিকট অতীত পর্যন্ত মুসলিম নারীসমাজে এভাবেই চলে এসেছে। এরপর নানা কারণে অনেকে নারীর মধ্যে পোশাক ও চরিত্রের অবক্ষয় শুরু হয়েছে। সে বিষয়ে বশিদ আলোচনার স্থান এটি নয়।

নারীর প্রতি নারীর দৃষ্টি ও ময়েদের উপর আবশ্যকীয় পোশাকের ব্যাপারে প্রচুর ফতোয়া আসার পরিপ্রেক্ষিতে ফতোয়া কমিটি মুসলিম নারীকুলকে এই মর্মে অবহতি করছে যে, লজ্জার ভূষণে নিজেকে অলংকৃত করা নারীর উপর ফরজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লজ্জাকে ঈমানের শাখা আখ্যায়িত করছেন। শরিয়তের বিধান ও সামাজিক প্রথাগত লজ্জা হচ্ছে- নারী নিজেকে ঢেকে রাখবে, শালীনতা বজায় রেখে চলবে এবং এমন চরিত্র লালন করবে যা তাকে ফতেনা ও সন্দেহ-

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সংশয়ের উৎস থেকে দূরে রাখবে। কুরআনের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ করবে- কোন নারী অপর নারীর সামনে তার দহেরে ততটুকু অংশ খোলা রাখতে পারবে যতটুকু মোহরমেদের সামনে খোলা রাখা জায়গা। অর্থাৎ সাধারণতঃ বাড়িঘরে থাকাকালে ও গৃহস্থালির কাজ করতে গিয়ে যতটুকু উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ততটুকু। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তারা যেনে তাদের স্বামী, পতি, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদ, যটনকামনামুক্ত পুরুষ ও নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।” [সূরা নূর, আয়াত: ৩১]

এই হলো কুরআনের সুস্পষ্ট দলিল। সুন্নাহও এটাই প্রমাণ করে। এর উপরই রাসূলরে স্ত্রীগণ, সাহাবায়েরোমরে স্ত্রীগণ ও তাঁদেরকে সঠিকভাবে অনুসরণকারী মুমিন নারীগণ আজ পর্যন্ত চলে আসছেন। আয়াতে যাদের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে- সাধারণতঃ ঘরে থাকাকালে, গৃহস্থালির কাজ করতে গিয়ে যা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং যা ঢেকে রাখা কঠিন। যমেন- মাথা, হস্তদ্বয়, ঘাড় ইত্যাদি। এর চয়ে বেশি কিছু উন্মুক্ত রাখার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর কোন দলিল নেই। বরং এর চয়ে বেশি উন্মুক্ত করলে নারীর প্রতি নারী আসক্ত হওয়ার দুয়ার খুলে যাবে; বাস্তবে এ ধরনের আসক্তির অস্তিত্ব রয়েছে এবং এ ধরনের আচরণ অন্য নারীদের জন্য খারাপ উদাহরণ তৈরি করবে। উপরন্তু এটি অমুসলিম নারী, বহোয়া ও বেশ্যাদের পোশাক অনুকরণের নামান্তর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে সে তাদের দলভুক্ত।” [ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ] সহিহ মুসলিম (২০৭৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গায়ে কুসুমের রঙে (লাল রং) রঞ্জিত দুটি কাপড় দেখে বললেন: এগুলো কাফরদের পোশাক। তুমি এগুলো পরবে না।”

সহিহ মুসলিম (২১২৮) আরো এসেছে- দুই শ্রমিকের জাহান্নামীকে আমি দেখি নাই। এক শ্রমিকের মানুষ তাদের কাছে গুরুর লজেরে মত চাবুক থাকবে যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। আর এমন নারী যারা পোশাক পরা সতত্বেও উল্গু, নজি, নষ্টা, অন্যকো নষ্টকারনী। তাদের মাথা উটেরে বাঁকা কুঁজেরে মত। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতেরে ঘ্রাণও পাবে না। যদিও জান্নাতেরে ঘ্রাণ এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।” হাদিসে ‘এমন নারী যারা পোশাক পরা সতত্বেও উল্গু’ এ কথা অর্থ হচ্ছে- কোন নারী এমন কোন পোশাক পরা যে পোশাক দহকে আচ্ছাদিত করে না। তাই সে যদিও পোশাক পরছে কিন্তু বাস্তবে সে উল্গুই থেকে গেছে। যমেন- এমন স্বচ্ছ পোশাক পরা যাতো তার চামড়া পর্যন্ত দেখা যায়। অথবা এমন পোশাক পরা যা তার শরীরেরে ভাঁজগুলো পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলে। অথবা এত শর্ট-পোশাক পরা যা তার শরীরেরে সবটুকু অংশ আবৃত করে না।

তাই মুসলিম নারীর কর্তব্য হলো- মুমিনদেরে মাতবর্গ, সাহাবায়েরোমরে স্ত্রীগণ ও তাঁদেরকে সঠিকভাবে অনুসরণকারী

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

নারীগণের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা। পর্দা ও শালীনতা রক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা। এটি তাদেরকে ফতেনা থেকে দূরে রাখবে, মনের মধ্যে খারাপ কামনার উদ্ভবকে থেকে হফেযত করবে।

অনুরূপভাবে মুমনি নারীদের উপর ফরজ হচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যসেব পোশাক হারাম করছেন, যগুলো অমুসলিম নারীদের পোশাক বা চরিত্রহীন নারীদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যগুলো পরহিয করা। আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর নকিট থেকে সওয়াব পাওয়ার আশা এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে এসব পোশাক বর্জন করতে হবে।

এছাড়া প্রত্যেকে মুসলিমের উপর ফরজ তার অধীনস্থ নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। অধীনস্থ নারীদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ, অশ্লীল, সংকীরণ ও উত্তজেক পোশাক পরার সুযোগ না দো। তার জন্যে রাখা উচিত, কয়ামতের দিন প্রত্যেকে কর্তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করছি তিনি যেন মুসলমানদের অবস্থা সংশোধন করে দেন। তাদের সকলকে যেন সঠিক পথে পরিচালিত করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নকিটবর্তী ও দুআকবুলকারী। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবায়েরোমের উপর আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। সমাপ্ত।

ফতোয়া বৈয়াক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সংকলন (১৭/২৯০)

ফতোয়া বৈয়াক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সংকলনে (১৭/২৯৭) এসছে-

সন্তানদের সামনে তটুকু খোলা যাবে প্রথাগতভাবে যা খোলা রাখা হয়। যমেন- চহোরা, দুই হাতের কব্জি, দুই বাহু, দুই পা ইত্যাদি। সমাপ্ত।

আল্লাহই ভাল জানেন।